দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ 06 JAN 2008 পৃষ্ঠা কলাম

সাক্ষাৎকার

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষা মান বজায় রাখতে সক্ষম হচ্ছে

ড. জাকারিয়া লিংকন
প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট ও ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য, ইবাইস ইউনিভার্সিটি

প্রশ্নঃ আপনার দৃষ্টিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাবনাময় ও আশাপ্রদ দিকগুলো কী কী?

উত্তরঃ বর্তমানে প্রায় এক লাখ শিক্ষার্থী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হলে এই বিপুল পরিমাণ শিক্ষার্থীরা একদিকে যেমন উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতো অন্যদিকে এদের মধ্যে থেকে একটি বড় অংশ পার্শ্ববর্তী দেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমাতো। এতে করে প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা দেশের বাইরে চলে যেত। আমাদের দেশের বেশিরভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষা মান বজায় রাখতে সক্ষম হচ্ছে। ফলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা গ্রাজুয়েটরা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জব-মার্কেটসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জায়গা করে নিচ্ছে এবং অবদান রাখছে। দেখা যায় যে, অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে থাকা অনেক শিক্ষার্থী যাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের কোন সুযোগ ছিল না, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে তারা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেয়েছে এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর উপর ভর করেই ঐ সমস্ত শিক্ষার্থী উন্নত বিশ্বে কর্ম-সংস্থানের অথবা অভিবাসী হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। এতে করে শিক্ষার্থী ব্যক্তিগতভাবে যেমন উপকৃত হচ্ছে তেমনি করে তাদের পাঠানো রেমিট্যান্সের কারণে দেশও অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হচ্ছে। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্যের এ ধারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

প্রশ্নঃ আপনারা বর্তমানে কী কী প্রোগ্রাম চালু রেখেছেন? নতুন কোন প্রোগ্রাম চালু করতে যাচ্ছেন কী?

উত্তরঃ বিবিএ, এমবিএসহ কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, হোটেল ম্যানেজমেন্টসহ আরো বহু প্রোগ্রাম চালু আছে।

প্রশ্নঃ আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষত্বগুলো সম্পর্কে বলুন। কোন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আপনাদের কোন Collaboration আছে কী?

উত্তরঃ একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দেশকে প্রস্তুত করার জন্য আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করতে নর্থ-আমেরিকান শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। বিশ্বমানের সঙ্গে মিল রেখে একাডেমিক নিয়ম-নীতি প্রণয়ন, কারিকুলাম তৈরী এবং শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বিশ্বমানের একাডেমিক নিয়ম অনুযায়ী, ইবাইস ইউনিভার্সিটিতে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের যোগ্যতা আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের জন্য ন্যূনতম মাস্টার্স এবং গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের জন্য পিএইচডি। ইউনির্ভাসিটি প্রশাসনের এই প্রচেষ্টার ফলাফল হিসেবে সফলতাও এসেছে। আন্তর্জাতিক মানের স্বীকৃতি স্বরূপ ইবাইস ইউনিভার্সিটি নিম্নলিখিত আন্তর্জাতিক এ্যাক্রেডিটেশন সংস্থাসমূহের সদস্যপদ লাভ করেছে।

১. অ্যাসোসিয়েশন অব কলেজিয়েট বিজনেস স্কুলস এন্ড প্রোগ্রাম, ক্যানসাস, যুক্তরাষ্ট্র

২. ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি কন্টিনিউইং এডুকেশন নেটওয়ার্ক বার্সেলোনা, স্পেন

৩. ন্যাশনাল অফিস অব ওভারসিস স্কিলস রিকগনিশন, অস্ট্রেলিয়ান এডুকেশন ইন্টারন্যাশনাল

এছাড়া ইবাইস ইউনিভার্সিটির সাথে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সরাসরি শিক্ষা বিনিময় চুক্তি রয়েছে।

প্রশ্নঃ বর্তমান সময়ে এতবেশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ফলে কী উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিকিকরণ সংঘটিত হচ্ছে না?

উত্তরঃ সরকারের আইন অনুযায়ী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। তাই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে বলাটা সমীচীন নয়। তাছাড়া একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ণাঙ্গ করে গড়ে তুলতে ৫০-১০০ বৎসর ধরে বিনিয়োগ করতে থাকলেও এর কাজ শেষ হবে না। তাই এই সেক্টরটি নিয়ে ব্যবসা করা অসম্ভব। কেউ যদি ইউনিভার্সিটি অর্থ আত্মসাৎ করে, তাকে ব্যবসায়ী না বলে আত্মসাৎকারী বলাটা অধিক শ্রেয়।

প্রশ্নঃ আমাদের দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর টিউশান ফি খুবই বেশি। এটা কেন?

উত্তরঃ প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের টিউশান ফি বেশি এটা বলা যায়। তবে, সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশান ফি বেশি নয়। যেমন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ বছর মেয়াদী স্নাতক ডিগ্রীর জন্য একজন শিক্ষার্থীকে সর্বনিম্ন ১ লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ ২ লাখ পর্যন্ত টিউশান ফি দিতে হয়। আমাদের শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট টিউটরের জন্য কোন অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হয় না। পক্ষান্তরে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ৪ বছর মেয়াদী স্নাতক পাঠদানকারী অনেক কলেজেই মাসে ২-৩ হাজার টাকা এর সাথে সেশন চার্জ, লাইব্রেরি ফি, উন্নয়ন ফি, পরীক্ষার ফি এবং প্রতি মাসে প্রাইভেট টিউটরের জন্য ১-৫ হাজার পর্যন্ত খরচ করতে হয়। সে ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন হারে খরচ হলেও একজন শিক্ষার্থীর পেছনে ২ লাখ টাকা ব্যয় করতে হয়। অতএব আমরা বলতে পারি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বনিম্ন খরচ যেহেতু দেড় লাখ টাকা সেহেতু সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশান ফি বেশি নয়।

তাছাড়া, দরিদ্র ছাত্রদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা আমরা দিয়ে থাকি। যেমন:

(i) ইবাইস ইউনিভার্সিটিতে ৫% দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে।

(ii) ইবাইস ইউনিভার্সিটি আইসিটি ফাউন্ডেশন শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করে।

(iii) মুক্তিযোদ্ধা ও শিক্ষকবৃন্দের সন্তানদের মোট বেতনের ২০% স্টাইপেন্ড দেয়া হয়।

(iv) এসএসসি ও এইচএসসি রেজাল্টের উপর ভিত্তি করে ছাত্র-ছাত্রীদের মোট বেতনের ৫%-১০০% স্টাইপেন্ড দেয়া হয়।

(v) ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী করে তোলার জন্য মোট বেতনের ১০% স্টাইপেন্ড দেয়া হয়।

প্রশ্নঃ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ব্যয় হ্রাস করার ক্ষেত্রে কী কী প্রস্তাব আপনার রয়েছে?

উত্তরঃ সরকার চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর টিউশান ফি-এর একটি সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দিতে পারে।

প্রশ্নঃ যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে বড় বাধাগুলোর একটি। আপনারা এই সমস্যা কীভাবে সমাধান করছেন?

উত্তরঃ আমরা বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পার্ট টাইম শিক্ষক হিসাবে যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে থাকি।

প্রশ্নঃ সাম্প্রতিক সময়ে বেশকিছু বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে যাদের বেশির ভাগেরই মানসম্মত শিক্ষকের অভাব রয়েছে। আপনি কি মনে করেন যে, যোগ্য শিক্ষক গড়ে তোলার জন্য দেশে মানসম্মত শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে?

উত্তরঃ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষকদের যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য তেমন কোন ব্যবস্থা বা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট আমাদের দেশে নেই। তাছাড়া গবেষণা কার্য অর্থাৎ এমফিল, পিএইচডি করার সুযোগও অত্যন্ত সীমিত। এ সমস্ত সমস্যা সমাধান হওয়া আশু প্রয়োজন।

প্রশ্নঃ বেশিরভাগ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়েরই নিয়মিত শিক্ষকের অভাব রয়েছে। সেগুলো পরিচালিত হয়ে থাকে পার্টটাইম শিক্ষকের দ্বারা যারা বিভিন্ন পাবলিক ইউনিভার্সিটির শিক্ষক। আপনি কি মনে করেন যে তা উভয় ইউনিভার্সিটিতেই শিক্ষা কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করে?

উত্তরঃ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব আইন অনুযায়ী যতটুকু সময় বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পার্টটাইম লেকচার অথবা অন্য প্রতিষ্ঠানে কনসালটেন্সি করার বিধান রয়েছে তা কঠোরভাবে মানা না হলে উভয় প্রতিষ্ঠানই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

প্রশ্নঃ আবাসিক এলাকাগুলোতে প্রচুর সংখ্যক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, ক্লিনিক এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। আপনি কি মনে করেন যে, এগুলো আবাসিক এলাকাসমূহের পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

উত্তরঃ সরকারের উচিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থাৎ পাঁচ থেকে দশ বছরের সময় দিয়ে আবাসিক এলাকা থেকে সকল প্রকার স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করা। সেক্ষেত্রে সরকারকে এ ব্যাপারে স্থান নির্ধারণ করে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ও অফিস স্থানান্তরের সুব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

প্রশ্নঃ আপনার ইউনির্ভাসিটি নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাগুলো কী?

উত্তরঃ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে ইবাইস ইউনিভার্সিটির অবকাঠামো তৈরি ক'রে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি সুপরিচিত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।